দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1987

পৃষ্ঠা 3

176

# শিক্ষাঙ্গন

## পরীক্ষায় নকলের কারণ ও প্রতিকার

নকল করা বা নকল করার প্রবণতা আমাদের শিক্ষা অর্জন করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক। নকল করার এই প্রবণতা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অপেক্ষাকৃত কম হলেও হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। সবচেয়ে অবাক হবার ব্যাপার যে, যেখানে মানুষের জীবন বাঁচানোর শিক্ষা দেয়া হয় অর্থাৎ সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়েও নকল করার প্রবণতা নেহায়েত কম নয়। এই সকল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আজকাল পরীক্ষায় নকলের মাধ্যমে সার্টিফিকেটটি লাভ করে ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হন। অথচ নকল করে ডাক্তারী পাশ করার পরবর্তী পর্যায়গুলো রোগীদের জন্য কত ভয়াবহ হতে পারে তা অনুমান করা যায়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অধিকতর বেশী। আর এই সকল নকল করার প্রবণতার পেছনে কতগুলো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। কারণগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

(১) আমাদের দেশের কিছু কিছু উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। সুতরাং যারা উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের মাঝে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, বেশী নম্বর না পাওয়া গেলে সেই শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেখানে মূল মেধার কোন গুরুত্ব নেই, এবং যেখানে কেবলমাত্র প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে ভর্তির সুযোগ হয় সেখানে বেশী নম্বর পাওয়া প্রয়োজন। আর এই বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য চলে চকল করার প্রবণতা।

(২) বর্তমানে আমাদের দেশে চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতি নকল করার প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ আজকাল সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই চাকুরীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চতর শ্রেণী এবং বিভাগের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, একটি কিংবা দু'টি প্রথম শ্রেণী বা বিভাগ এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণী ছাড়া দরখাস্ত করা নিষ্প্রয়োজন। আর তাই যেখানে মূল মেধার বিচার না করে তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগের উপর গুরুত্ব না দিয়ে চাকুরীর দরখাস্ত আহবান করা হয় সেখানে উচ্চতর শ্রেণী বা বিভাগ পাবার আশায় ছাত্ররা নকল করতে বাধ্য হয়। আর স্বাভাবিকভাবেই নকল করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষকদের দুর্নীতিমূলক আচরণ ও স্বজনপ্রীতির মনোভাবও নকল প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কারণ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিমূলক মনোভাব গ্রামাঞ্চলের বা মফস্বল এলাকার স্কুল কলেজগুলোতেই বেশী দেখা যায়। শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে নকল করার সুযোগ করে দেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। তাছাড়া মফস্বল এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় নিরপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকার ফলে বাইরে থেকে নকল সরবরাহ করা সহজতর।।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও অন্যান্য আরও কারণ আছে। তবুও উপরোক্ত কারণগুলোই নকল করার প্রবণতা বৃদ্ধি করছে বলে আমি মনে করি। নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নকল প্রবণতা হ্রাস করা যেতে পারে। যেমনঃ

(১) নকলের কুফল সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষাদান। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা নকল সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবেন। তারপর স্কুলের শিক্ষকরাও এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করবেন যে নকলের কোন সুফল নেই। নকল করলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং নকলের কুফল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে নকল করার প্রবণতাকে হ্রাস করা যেতে পারে।

(২) সময় সময় স্কুল কলেজের কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ত্যাগের মাধ্যমে নকল প্রবণতা হ্রাস করা যেতে পারে। তবে তার আগে শিক্ষকের নৈতিকতাকে সঠিকাবে নির্ণয় করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সাথে সাথে সকল ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে আপাদমস্তক তল্লাশী করতে হবে।

(৩) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করার মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝ থেকে নকল করার মনমানসিকতাকে বহুলাংশে রোধ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত নম্বর, বিভাগ, শ্রেণী এই সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে সকল শ্রেণী বা বিভাগে পাওয়া ছাত্রদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কারণ এই সুযোগ পেলে নকল করে উচ্চ নম্বর বা শ্রেণী পাবার প্রবণতা ছাত্রদের মাঝ থেকে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকবে।

— মোঃ রিয়াজুল ইসলাম (রিয়াজ)